গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট**
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

নং- ৩৭.২৪.০০.০০০.২২.০০৩.২০১৪-৩১৯

তারিখঃ ১৬ মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৯ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

**বিষয়: " দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০১৫"**

অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন করা হয়। বর্তমানে ট্রাস্টের মাধ্যমে ভর্তিকৃত ছাত্রীদের বইপত্র ক্রয়, বেতন ও পরীক্ষার ফিস বাবদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু, অর্থের অভাবে যে সকল দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী বিদ্যালয়/মাদ্রাসা/ কলেজে/বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না, তাদের ট্রাস্টের অর্থে ভর্তির সুযোগ করে দেয়ার নিমিত্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১। **শিরোনাম:** এই নীতিমালা "দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০১৫" নামে অভিহিত হবে।

২। **প্রয়োগ ও প্রবর্তন :**

ক) এ নীতিমালা ০১ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

খ) মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে ভর্তিচ্ছুক প্রতিবন্ধী, এতিম শিক্ষার্থী এবং দুস্থ, ভূমিহীন, নদীভাঙ্গন কবলিত ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের এবং প্রজাতন্ত্রের বে-সামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি / বেসরকারি / আধাসরকারি / স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মচারীর ভর্তিচ্ছুক সন্তানদের জন্য এ নীতিমালা প্রযোজ্য।

৩। সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে এই নীতিমালায়:

ক) বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যান আইন, ২০০১ এর ৩ ধারা মোতাবেক 'প্রতিবন্ধী' অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হয়ে বা অপচিকিৎসা বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা বুদ্ধিতে ভারসাম্যহীন; এবং উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম। শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং শারিরীক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এ সংজ্ঞার আওতায় আসবে।

খ) 'কর্মচারী' অর্থ প্রজাতন্ত্রের বে-সামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি /স্বায়ত্বশাসিত ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মচারী।

গ) 'বাছাই কমিটি' অর্থ আর্থিক অনুদান প্রদানের নিমিত্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাইয়ের জন্য এই নীতিমালার ৮(৯) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত কমিটি।

ঘ) 'আর্থিক অনুদান' অর্থ এ নীতিমালার ২(খ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে ভর্তিচ্ছুক সন্তানদের এককালিন আর্থিক অনুদান।

ঙ) 'নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ' অর্থ সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ অথবা তার দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ।

চ) 'শিক্ষার্থী' অর্থ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক,এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থী।

ছ) 'আবেদনপত্র' অর্থ-এই নীতিমালার সাথে সংযুক্ত নির্ধারিত ফরমে দাখিলকৃত আবেদন।

৪। **তহবিল গঠন :** ট্রাস্ট এর অর্থে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রাস্টের FDR কৃত অর্থের সুদের/লভ্যাংশের অর্থ থেকে অন্তত: ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকায় 'ভর্তি তহবিল' নামে পৃথক একটি তহবিল গঠন করা হবে। পরবর্তীতে কোন অনুদানের অর্থ, দানবীর/সমাজ হিতৈষী কোন ব্যক্তির আর্থিক অনুদান, আর্থিক সাহায্য এবং ট্রাস্ট তহবিলের সুদের/লভ্যাংশের অর্থ এ তহবিল গঠনে ব্যবহৃত হবে।

৫। **তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর একক স্বাক্ষরে এ তহবিল পরিচলিত হবে। আবেদন প্রাপ্তির পর যাচাই করে যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হলে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী প্রতি ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত ভর্তির জন্য অনুদান প্রদান করা হবে।

৬। **উদ্দেশ্য : এ নীতিমালা গঠনের উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ-**

ক) সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ;

খ) শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকরণ ;

গ) বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ;

ঘ) শিক্ষার প্রসার ঘটানো ;

ঙ) মানব সম্পদ উন্নয়ন।

৭। **আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির শর্তাবলিঃ**

ক) যোগ্য শিক্ষার্থীর অভিভাবক/পিতা-মাতাকে ৭৫ শতাংশের কম জমির মালিক হতে হবে।

খ) অভিভাবক/পিতা-মাতার বাৎসরিক আয় ৭৫,০০০/- টাকার কম হতে হবে।

গ) ভূমিহীন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, এতিম, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, নদীভাঙ্গন কবলিত এবং দুস্থ পরিবারের সন্তান আর্থিক অনুদানের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে;

ঘ) প্রজাতন্ত্রের বে-সামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মচারীর সন্তান আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

৮. **বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ**

(১) শিক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর নির্ধারিত ফরমে আবেদন করবে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবরও আবেদন করা যাবে। তবে, ঐ সকল আবেদনপত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান/পৌরসভা মেয়র এর 'শিক্ষার্থী দরিদ্র ও মেধাবী' মর্মে প্রত্যয়ন যুক্ত করতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান সঠিক আবেদনপত্রসমূহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বরাবর প্রেরণ করবেন।

(২) বে-সামরিক সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তানগণ আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীর পিতা-মাতা/অভিভাবক যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন, আবেদনপত্রে 'শিক্ষার্থী দরিদ্র ও মেধাবী' মর্মে সে প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়ন থাকবে।

(৩) কোন আবেদনকারী এক অর্থ বছরে একবারের বেশী আবেদন করতে পারবেন না ।

(৪) আবেদনকারী সর্বশেষ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেছে, সে প্রতিষ্ঠানের নাম আবেদনপত্রে উল্লেখ করে সর্বশেষ যে শ্রেণিতে বা পরীক্ষায় পাস বা উত্তীর্ণ হয়েছে তার সত্যায়িত সনদপত্র/সার্টিফিকেট সংযোজন করতে হবে।

(৫) আবেদনকারী যে শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, সে শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পূর্বে অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে।

(৬) আবেদনপত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল তথ্য প্রদান করা হলে আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।এরূপ অনিয়ম সনাক্ত হলে আবেদনেকারী এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

(৭) আবেদনপত্রে অনিচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি হলে বা লঘু কোন ত্রুটি থাকলে জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের সুপারিশক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তা বিবেচনা করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(৮) আবেদন প্রাপ্তির পর যাঁচাই-বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীকে অনুদান প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(৯) আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নিম্নোক্তভাবে কমিটি গঠিত হবে :

ক) পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট - আহবায়ক

খ) উপ-পরিচালক (উপ-সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট - সদস্য

গ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০১ জন প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত - সদস্য

ঘ) মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা এর ০১ জন প্রতিনিধি - সদস্য

ঙ) সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট - সদস্য সচিব

(১০) **বাছাই কমিটির কার্যপরিধি:**

ক) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সকল আবেদনপত্র অত্র নীতিমালার আওতায় যাচাই-বাছাই করে যোগ্য ও অযোগ্য আবেদনপত্রের তালিকা প্রস্তুত করে সুপারিশসহ তা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট পেশ করা;

খ) কোন আবেদনপত্রে আবেদনকারীর বা প্রধান শিক্ষকের ইচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের বরাবর সুপারিশ প্রণয়ন করা;

গ) কমিটি প্রতি অর্থ বছরে ০৩টি সভা অনুষ্ঠান করবে এবং সুপারিশসহ নামের তালিকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

ঘ) সংশোধনযোগ্য আবেদনপত্রসমূহ চিহ্নিত করে পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা।

(১১) আবেদনপত্র চুড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট শিক্ষার্থীর অনুদানের চেক প্রেরণ করা হবে। উক্ত চেক প্রতিষ্ঠান প্রধান তাঁর সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করবেন। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান প্রধান সঞ্চয়ী হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর বরাবর নগদ অর্থ প্রদান করবেন এবং অনুদান গ্রহীতার প্রাপ্তিস্বীকার পত্র ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে প্রেরণ করবেন।

(মো: নূরুল আমিন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি: সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং- ৩৭.২৪.০০.০০০.২২.০০৩.২০১৪-৩১৯(৫৬৪)

তারিখঃ ১৬ মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৯ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২. সিনিয়র সচিব, .....
৩. সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, .....
৪. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত-সচিব, (বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/কারিগরি ও মাদরাসা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. বিভাগীয় কমিশনার.....
৭. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯. জেলা প্রশাসক,.....
১০. উপ-পরিচালক (উপ-সচিব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (Establishment Division-এর ০৭/১২/১৯৭৩-এর Memo no. G-II/1G-1/73-514-এর Office Memorandum মোতাবেক গেজেটে প্রকাশের জন্য)।
১১. উপজেলা নিবার্হী অফিসার, উপজেলা ----------, জেলা ----------
১২. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকতা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৪ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।

(মো: আবুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (উপ-সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

*আবেদন ফরম*

আবেদনকারীর এক কপি রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ফটো

বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সড়ক নং ১২/এ, বাড়ী নং ৪৪ (২য় তলা), ধানমন্ডি,ঢাকা-১২০৯।

**বিষয়: দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা প্রদানের আবেদন।**

মহোদয়,

বিনীত

নিবেদন এই যে, আমি ----------প্রতিষ্ঠানে----------শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক। আমি প্রতিবন্ধী/এতিম শিক্ষার্থী/ভূমিহীন পরিবারের সন্তান/অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নদীভাঙ্গন কবলিত পরিবারের সন্তান/ দুস্থ পরিবারের সন্তান/ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীর সন্তান (প্রয়োজনীয় অংশ টিক ☑ দিতে হবে)। আমি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার নিমিত্ত আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করছি। নিম্নে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আপনার সদয় অবগতির জন্য পেশ করলাম।

আবেদনকারীর নাম :

পিতা :

মাতা :

স্থায়ী ঠিকানা:

অভিভাবকের আর্থসামাজিক অবস্থা :

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পেশা: জমির পরিমান: ----- (একর)

বার্ষিক আয়: পরিবারের সদস্য সংখ্যা:

জন্ম তারিখ (জন্ম নিবন্ধন সনদ সংযুক্ত করতে হবে) :

আবেদনকারীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর ফলাফলের (জিপিএ/সিজিপিএ) সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে :

জাতীয় পরিচয়পত্র (যদি থাকে, সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে) :

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তানগণের আবেদন পত্রের সাথে পিতা মাতা/অভিভাবকের কর্মরত প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়নপত্র/সুপারিশ:

ফোন/মোবাইল:

আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করছি যে, এ আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং আমি কোন তথ্য গোপন করিনি বা কোন মিথ্যা তথ্য সংযোজন করিনি।

অতএব আমার আবেদন সদয় বিবেচনা পূর্বক আর্থিক অনুদান মঞ্জুরের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

আমার জানামতে আবেদনকারীর আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদি সত্য। আমি তাকে আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ করছি।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ
বর্তমান ঠিকানা

প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, স্বাক্ষর ও সীল